



১৮০ দিনের সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্ট

বিএনপি সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা

পর্যবেক্ষণকাল: ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ – ১৭ই আগস্ট ২০২৬

১৪৩ টি



সহিংসতা ও হামলার
ঘটনা

৩০২ জন



বিভিন্নভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক



বিএনপি সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকদের নিরাপত্তা: ১৮০ দিনের সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্ট (১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ – ১৭ই আগস্ট ২০২৬)

১৩ তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের পর প্রথম ছয় মাসে (১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬-১৭ই আগস্ট ২০২৬) স্বাধীন সাংবাদিকতা, গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিঘ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর (BDMM)-এর নিয়মিত মনিটরিং ও ফিল্ড ডেটা সংকলনের অংশ হিসেবে দেশজুড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক আক্রমণ, আইনি হয়রানি এবং অন্যান্য সহিংস ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এই ১৮০ দিনের সেইফটি ট্র্যাকার রিপোর্টে উল্লিখিত সময়কালে সারা দেশে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা, আইনি হয়রানি, প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ন এবং পেশাগত বাধার অন্তত ১৪৩টি পৃথক ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এসব ঘটনায় সব মিলিয়ে অন্তত ৩০২ জন সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, কলামিস্ট ও সংবাদমাধ্যম কর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষয়ক্ষতি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। গড় হিসাবে দেখলে, প্রতি দেড় দিনে একটি করে হামলার ঘটনা এবং প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুইজন সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যে হার একটি গণতান্ত্রিক রূপান্তরকালীন সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

শারীরিকভাবে লাঞ্চিত সাংবাদিকদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও প্রত্যক্ষ শারীরিক নির্যাতন, গৃহ আক্রমণ ও অপহরণের হুমকির মুখে পড়েছেন। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক আটক, মামলা দায়ের, জিজ্ঞাসাবাদ এবং ব্যক্তিগত ডিভাইস জব্দ করার মতো ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোর বাইরে জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

ক্ষমতার পালাবদলের পর স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পুনর্গঠন ঘটাতে গিয়ে ক্ষমতাপ্রিয় গোষ্ঠীসমূহ গণমাধ্যমকে অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একদিকে ক্ষমতাসীন দল ও তার সহযোগী অঙ্গসংগঠনগুলোর মাঠপর্যায়ের ক্যাডাররা যেমন সাংবাদিকদের সরাসরি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে, অন্যদিকে স্থানীয় অবৈধ ব্যবসা সিন্ডিকেট (যেমন: বালুমহাল, ড্রেজিং, তেলের কালোবাজারি, সরকারি জমি ও বুট ব্যবসা দখল), আমলাতন্ত্র এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাংশ সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয়েছে। এর পাশাপাশি মিডিয়া হাউসের ভেতরের কর্পোরেট ব্যবস্থাপনা ও মালিকপক্ষের একতরফা গণছাঁটাই এবং প্রকাশনা বন্ধের সিদ্ধান্ত সাংবাদিকতাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

হামলার প্রকৃতি ও ধরনভিত্তিক পরিসংখ্যানিক বণ্টন

হামলার প্রকৃতি	ঘটনার সংখ্যা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	ঘটনার হার (%)	আক্রান্তের হার (%)
শারীরিক হামলা	৪৫	৮৭	৩১.৪৭%	২৮.৮১%
আইনি হয়রানি, মিথ্যা মামলা ও গ্রেপ্তার	২৪	৪৪	১৬.৭৮%	১৪.৫৭%
প্রাণনাশের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন	১৮	২৪	১২.৫৯%	৭.৯৫%
পেশাগত সরঞ্জাম ছিনতাই/ধ্বংস	১০	১৮	৬.৯৯%	৫.৯৬%
প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক গণহুঁটাই/নিপীড়ন	১০	৬৩	৬.৯৯%	২০.৮৬%
শারীরিক হামলা ও প্রাণনাশের যৌথ হুমকি	৬	৮	৪.২০%	২.৬৫%
পেশাগত কাজে বাধা ও হয়রানি	৬	১৩	৪.২০%	৪.৩০%
অপহরণ ও শারীরিক নির্যাতন	৭	১৫	৪.৯০%	৪.৯৬%
অন্যান্য (ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলা, বাসস্থানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ, মোবাইল কোর্ট অপব্যবহার)	১৭	৩১	১১.৮৯%	১০.২৭%
সর্বমোট	১৪৩	৩০২	১০০.০০%	১০০.০০%

পরিসংখ্যানিক উপাত্তের গুণগত বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, সংঘাত ও সরাসরি শারীরিক আঘাতের ঘটনাই সবচেয়ে বেশি, যা মোট ঘটনার ৩১.৪৭% এবং আক্রান্তদের ২৮.৮১%। তবে আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে

প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়ন থেকে। ছাঁটাই ও কার্যালয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার ১০টি ঘটনায় সংবাদে পেরেছে কর্মরত ৬৩ জন সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন, যা মোট আক্রান্তের ২০.৮৬%।

সংগৃহীত তথ্যে সবচেয়ে বড় শ্রেণি হলো সরাসরি শারীরিক হামলা, ৪৫টি ঘটনা (মোটের ৩১.৪৭%), যাতে ৮৭ জন সাংবাদিক (আক্রান্তদের ২৮.৮১%) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এই সংখ্যা প্রমাণ করে, মাঠপর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহ করা এখনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। রড, লাঠি, ছুরিকাঘাত এমনকি গুলিবর্ষণের মতো ঘটনাও শারীরিক হামলার অন্তর্ভুক্ত।

তবে প্রাতিষ্ঠানিক নিপীড়নের প্রভাব আরও বেশি উদ্বেগজনক। মাত্র ১০টি ঘটনায় (৬.৯৯%) ৬৩ জন সাংবাদিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অর্থাৎ প্রতিটি ঘটনায় গড়ে ছয়জনের বেশি মানুষ একযোগে কর্মহীন হয়েছেন। এখানেই দেখা যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, শারীরিক হামলা ব্যক্তি-লক্ষ্যভিত্তিক হলেও গণছাঁটাই ও প্রকাশনা বন্ধ একসঙ্গে বহু মানুষের জীবিকা সংকটে ফেলে দেয়। বাংলাদেশ প্রতিদিনের ২২ জন কর্মীর একদিনে ছাঁটাই, বাংলাদেশ গার্ডিয়ান ও ডেইলি বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ডিজিটাল বিভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দৈনিক জনকণ্ঠের অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রকাশনা স্থগিত হওয়ার এই তিনটি ঘটনাই বোঝায়, রাজনৈতিক পাল্লাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া হাউসের অভ্যন্তরীণ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়েও এক ধরনের পাল্লাবদল চলেছে, যা প্রায়শই সরাসরি সহিংসতার চেয়েও কম আলোচিত থাকে।

আইনি হয়রানি, মিথ্যা মামলা ও গ্রেপ্তার তৃতীয় সর্ববৃহৎ শ্রেণি। ২৪টি ঘটনায় (১৬.৭৮%) ৪৪ জন আক্রান্ত। সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ১,০০০ কোটি টাকার মানহানি মামলা এবং ভিত্তিহীন হত্যা মামলার ব্যবহার দেখায়, শারীরিক আক্রমণের পাশাপাশি আইনি কাঠামোকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে সাংবাদিকদের পেশাগত জীবনকে আরও বেশি অনিশ্চিত করে তোলে, কারণ একটি মামলা বছরের পর বছর ধরে একজন সাংবাদিকের কর্মজীবনকে বন্দি করে রাখতে পারে।

আক্রান্ত সাংবাদিকদের লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাস

লিঙ্গ (Gender)	আক্রান্ত সাংবাদিক ও কর্মীর সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পুরুষ (Male)	২৮৪	৯৪.০৪%
নারী (Female)	১৮	৫.৯৬%
সর্বমোট	৩০২	১০০.০০%

মাঠপর্যায়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, অবৈধ বালুমহালের সন্ধান বা সশস্ত্র সংঘাত কাভার করতে গিয়ে পুরুষ সাংবাদিকরাই সিংহভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন, যার ফলে আক্রান্তের ৯৪.০৪% জুড়ে রয়েছেন পুরুষ সাংবাদিকরা। তবে আক্রান্ত নারী সাংবাদিকদের সংখ্যা ৫.৯৬% (১৮ জন) হলেও তাদের ওপর পরিচালিত নিগ্রহের গুণগত প্রকৃতি তীব্র ও উদ্বেগের।

নারী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে ভীতি প্রদর্শন ও পারিবারিক পরিসরে আঘাত হানার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, রাজনীতি ডটকমের রিপোর্টার শিউলী বাহার ঢাকায় আদালত প্রাপ্ত ধর্ষণের মামলার রায় কাভার করতে গিয়ে প্রকাশ্যে শারীরিক ও মৌখিক লাঞ্ছনার শিকার হন এবং তার পেশাগত সরঞ্জাম ভেঙে ফেলা হয়। ড্রাগ ও হানিট্র্যাপ কার্টেলের খবর প্রকাশের পর সাংবাদিক প্রিয়া আক্তারকে মোবাইলে শারীরিক নিগ্রহ ও চরিত্রহননের শিকার করার হুমকি দেওয়া হয়। শ্রীপুরে সাংবাদিক ওয়াসিম আকরামের অনুপস্থিতিতে রাতে তার বাসায় ঢুকে স্ত্রী আফরোজা আক্তারকে মারধর ও মারাত্মক জখম করা হয় এবং স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অনুরূপভাবে কেরানীগঞ্জে সাংবাদিক শিপন উদ্দিনের পারিবারিক বাসস্থানে ঢুকে তার মা ও বোনকে শারীরিক প্রহার করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রতিদিন ও অন্যান্য পত্রিকায় একতরফা ছাঁটাই এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবে পেশাগত কাজ থেকে ৫ জন সাংবাদিককে নিষিদ্ধ করার তালিকায় ৩ জন নারী সাংবাদিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আক্রমণকারীদের পরিচিতি ও সংশ্লিষ্টতার বিশ্লেষণ

সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের রাজনৈতিক দলীয় সংশ্লিষ্টতা ২৭.২৭%। এছাড়াও প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭২.৭৩%) এসেছে অরাজনৈতিক (কিন্তু ক্ষমতা-সংশ্লিষ্ট) গোষ্ঠী থেকে। যেখানে দলীয় সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত, সেখানে ৯০ শতাংশের কাছাকাছি ঘটনায় ক্ষমতাসীন দল ও তার ছাত্র/যুব সংগঠন জড়িত। রাজধানী ঢাকায় মোট আক্রান্তের প্রায় অর্ধেক, এবং স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন যারা অবৈধ অর্থনীতি (বালু, তেল, জমি, বুট) নিয়ে সংবাদ করেছেন।

আক্রমণকারীর প্রধান প্রকৃতি	ঘটনার সংখ্যা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	ঘটনার শতকরা হার (%)
সরাসরি রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা	৩৯	৮৯	২৭.২৭%
অরাজনৈতিক গোষ্ঠী ও অন্যান্য	১০৪	২১৩	৭২.৭৩%
সর্বমোট	১৪৩	৩০২	১০০.০০%

এই তথ্য প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে সাংবাদিকদের ওপর নিপীড়ন কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফল। বরং প্রকৃত চিত্র আরও জটিল ও কাঠামোগত। অবৈধ অর্থনৈতিক সিন্ডিকেট (বালুমহাল, জ্বালানি চোরাচালান, পাহাড় কাটা) কর্তৃক হামলার ১৫টি ঘটনায় ২৫ জন গণমাধ্যমকর্মী আক্রান্ত এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক হামলার ১৫টি ঘটনায় ২০ জন আক্রান্ত; উভয় শ্রেণিই মোট ঘটনার ১০.৪৯% করে দখল করে আছে, যা রাজনৈতিক অঙ্গসংগঠনগুলোর প্রায় সমান। অর্থাৎ, ক্ষমতার পালাবদলের সুযোগে স্থানীয় পর্যায়ে যে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পুনর্বণ্টনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তাতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বিশেষত দুর্নীতি, চোরাচালান ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন সংক্রান্ত রিপোর্টিং, সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দল ও অঙ্গসংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্টতার বিশ্লেষণ (৩৯টি ঘটনার মধ্যে)

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকা ৩৯টি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সদ্য ক্ষমতাগ্রহণকারী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীরাই সিংহভাগ ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছেন।

রাজনৈতিক দল / অঙ্গসংগঠনের নাম	ঘটনার সংখ্যা	রাজনৈতিক ঘটনার %	মোট ১৪৩ ঘটনার %
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP)	২০	৫১.২৮%	১৩.৯৮%
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল (JCD)	৭	১৭.৯৫%	৪.৯০%
জাতীয়তাবাদী যুবদল (Jubo Dal)	৪	১০.২৬%	২.৮০%
ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির সংঘর্ষ (JCD vs ICS)	৩	৭.৬৯%	২.১০%
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২	৫.১২%	১.৪০%
জাতীয় যুব শক্তি (NCP- এর যুব সংগঠন)	১	২.৫৬%	০.৭০%
অন্যান্য দল	১	২.৫৬%	০.৭০%
সর্বমোট	৩৯	১০০.০০%	২৭.২৭%

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক ঘটনার সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও যেসব ঘটনা রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত হয়েছে তার ৮৯.৭৪%-ই (৩৫টি ঘটনা) ক্ষমতাসীন দল বিএনপি বা তার ছাত্র ও যুব সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত, বিশেষত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল (JCD) এককভাবে ৭টি ঘটনায় জড়িত। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ক্ষমতায় থাকা দলের তৃণমূল ও ছাত্র সংগঠনের নিয়ন্ত্রণহীনতা একটি নির্দিষ্ট ও পুনরাবৃত্ত সমস্যা, যদিও তা সামগ্রিক সংকটের একটি অংশমাত্র।

অরাজনৈতিক আক্রমণকারীদের পরিচিতি (১০৪টি ঘটনার মধ্যে)

রাজনৈতিক বলয়ের বাইরে ১০৪টি ঘটনায় (৭২.৭৩%) নানা পেশাজীবী ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সরাসরি সাংবাদিকদের আক্রমণ করেছে^২।

পেশাজীবী ও অপরাধ আক্রমণকারী গোষ্ঠী	ঘটনার সংখ্যা	আক্রান্তের সংখ্যা	অরাজনৈতিক ঘটনার %	মোট ১৪৩ ঘটনার %
আইনশৃঙ্খলা বাহিনী (পুলিশ, ডিবি, আনসার, ইমিগ্রেশন)	১৫	২০	১৪.৪২%	১০.৪৯%
অবৈধ অর্থনৈতিক সিডিকেট (বালু, জ্বালানি, চোরাচালান, পাহাড়)	১৫	২৫	১৪.৪২%	১০.৪৯%
স্থানীয় সন্ত্রাসী, ক্যাডার, কিশোর গ্যাং ও বিক্ষুব্ধ জনতা	১৪	২১	১৩.৪৬%	৯.৭৯%
সরকারি আমলাতন্ত্র ও স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও, এসি ল্যান্ড, পিআইও)	৯	১৩	৮.৬৫%	৬.২৯%
গণমাধ্যম মালিকপক্ষ, কর্পোরেট পর্ষদ ও মিডিয়া এইচআর	৬	৬৩	৫.৭৭%	৪.২০%
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও কমার্শিয়াল গোষ্ঠী	৪	৪	৩.৮৫%	২.৮০%
হাসপাতাল প্রশাসন ও নিরাপত্তা কর্মী	২	৬	১.৯২%	১.৪০%
পরিবহন চালক ও কাউন্টার শ্রমিক	২	৪	১.৯২%	১.৪০%
অন্যান্য (ক্যাম্পাস বিক্ষোভকারী, ব্যক্তিগত শত্রুতা, নামহীন হুমকি)	৩৭	৫৭	৩৫.৫৮%	২৫.৮৭%
সর্বমোট	১০৪	২১৩	১০০.০০%	৭২.৭৩%

আক্রমণকারীদের এই পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মোট ঘটনার ১০.৪৯% এবং স্থানীয় অবৈধ সিভিকিটসমূহ ১০.৪৯% ঘটনায় সরাসরি সহিংসতাই অংসজ নিয়েছে।

শীর্ষ আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমসমূহের তালিকা

১৮০ দিনের পরিসংখ্যানীয় উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিছু সুনির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট এবং অনলাইন সংবাদমাধ্যম ধারাবাহিকভাবে আক্রমণের মুখে পড়েছে।

সংবাদমাধ্যমের নাম	ঘটনার সংখ্যা	মোট আক্রান্ত সাংবাদিক/ কর্মী	প্রধান আক্রমণের রূপ
আঞ্চলিক ও মফস্বল সংবাদপত্র (একত্রে)	৯	১২	স্থানীয়ভাবে রড ও লাঠি দিয়ে প্রহার, হুমকি
স্টার নিউজ (Star News)	৬	৭	কারওয়ান বাজারে জিম্মি ও নির্যাতন, সচিবালয়ে হামলা, উলিপুরে পিটুনি
বাংলাদেশ প্রতিদিন (Bangladesh Pratidin)	৪	২৭	২২ জন কর্মী ছাঁটাই, কুয়াকাটায় হামলা, বাসভবনে হামলা
মানবজমিন (Manab Zamin)	৩	১৭	ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের পিটুনি, নাটোরে মোবাইল ফোন ধ্বংস
ডেইলি অবজারভার (Daily Observer)	৩	১৬	সম্পাদকের বিদেশযাত্রায় বাধা, ক্যাম্পাসে ৯ প্রতিনিধির ওপর হামলা
দৈনিক ইনকিলাব (Daily Inqilab)	৩	৫	ইয়াবা ডনের মিথ্যা মামলা, ভাদেরগঞ্জে পিটুনি, অস্টগ্রামে বাধা
বাংলা টিভি (Bangla TV)	৩	৫	বেনাপোলে রড দিয়ে পেটানো, মানিকগঞ্জ আদালতে আইনজীবীদের হামলা
বাংলা এডিশন (Bangla Edition)	৩	৩	শৈলকুপায় হত্যা মামলায় চালান, চাঁদপুরে পৌরসভায় প্রহার
এসএ টিভি (SA TV)	২	৭	খুলনায় মোটরসাইকেল থেকে গুলিবর্ষণ, এলজিইডি প্রকৌশলীর হুমকি
কালের কণ্ঠ (Kaler Kantho)	২	১৯	ডুজা সভাপতিসহ ক্যাম্পাসে পিটুনি, চকোরিয়ায় কুপিয়ে জখম

দৈনিক যুগান্তর (Jugantor)	২	১৭	বরিশাল থানায় মামলায় ফাঁসানো, শাহবাগে আনসার কর্তৃক মারধর
প্রথম আলো (Prothom Alo)	২	৫	১০০ কোটি টাকার মামলা, সিরাজদিখানে কোপানো
বাংলাদেশ গার্ডিয়ান ও ডেইলি বাংলাদেশ	১	১২	সম্পূর্ণ ডিজিটাল বিভাগ ছাঁটাই ও ওয়েব বন্ধ
দৈনিক জনকণ্ঠ (Janakantha)	১	১৫	অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাপা ও অনলাইন স্থগিত

আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমের তালিকায় আঞ্চলিক ও মফস্বল সংবাদপত্র শীর্ষে অবস্থান করছে (৯ ঘটনা, ১২ আক্রান্ত), যা আবারও প্রান্তিক সাংবাদিকতার ঝুঁকির চিত্রই তুলে ধরে। তবে বাংলাদেশ প্রতিদিনের ২৭ জন আক্রান্তের মধ্যে ২২ জনই একক ঘটনায় ছাঁটাইয়ের শিকার যা দেখায় যে পরিসংখ্যানগত তথ্য মাঝেমাঝে একটি একক প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে, যা বিশ্লেষণের সময় মাথায় রাখা জরুরি।

ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় দমন-পীড়ন

পর্যালোচিত ১৮০ দিনে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার ওপর রাজনৈতিক নিপীড়ন চালিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন। দেশের শীর্ষস্থানীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ১১টি পৃথক ঘটনায় অন্তত ৪৪ জন ক্যাম্পাস সাংবাদিক সরাসরি শারীরিক হামলা, সরঞ্জাম ভাঙচুর, অফিস দখল এবং ফুটেজ মুছে ফেলতে বাধ্য করার শিকার হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন শাহবাগ এলাকায় সবচেয়ে বড় সহিংসতার ঘটনাটি ঘটে ২৩শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখে। শাহবাগ থানার সামনে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘাতের কভারেজ করার সময় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (JCD) নেতা-কর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (ডুজা) সভাপতি মঞ্জুর হোসেন মাহী (কালের কণ্ঠ) এবং সাধারণ সম্পাদক লিটন ইসলাম (আগামীর সময়)-সহ ৯ জন ক্যাম্পাস সাংবাদিককে লোহার রড ও শক্ত লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এর আগে ২২শে এপ্রিল বিজয় একাত্তর হল ও শহীদুল্লাহ হলের সামনে ৬ জন ক্যাম্পাস প্রতিনিধিকে তথ্য সংগ্রহে বাধা ও লাঞ্চিত করা হয়। ১৫ই জুলাই সচিবালয়ের সামনে আন্দোলনরত এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের কাভার করার সময় Star News-এর নাজমুল হকসহ ৪ জন প্রতিনিধি সহিংস বাধার শিকার হন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ই মার্চ ২০২৬ তারিখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (JnUPA) কার্যালয়ে কয়েকজন ছাত্রদল কর্মী প্রবেশ করে তাণ্ডব চালায়। উক্ত হামলায় কালের কণ্ঠ, যুগান্তর, বাংলাদেশের খবর ও সময়ের আলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিসহ অন্তত ১০ জন সাংবাদিক রক্তাক্ত হন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ভিডিও করার কারণে 'মার্নিং পোস্ট'-এর প্রতিনিধি মো. রিয়াদ ইসলামকে ঘিরে ধরে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভিডিও মুছে ফেলা হয়। ২১শে এপ্রিল চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজে গ্রাফিতি আঁকাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘর্ষ কাভারকালে CTG Post, News24 এবং NPB News-এর ৪ জন সাংবাদিকের ওপর হামলা চালিয়ে ক্যামেরার ট্রাইপড ও মোবাইল ভেঙে ফেলা হয়। এছাড়া ১৭ই এপ্রিল চবি ১ নম্বর গেট এলাকায় স্থানীয় সন্ত্রাসীদের কাঠের চালার আঘাতে সময় টিভির সাংবাদিক জাহিন আবিরের কনুই ভেঙে যায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (RU) ৩০শে জুলাই ২০২৬ তারিখে রাকসু ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ প্রকাশ্যে সংবাদ সম্মেলন করে সাংবাদিকদের 'একপেশে' আখ্যা দিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি প্রদান করেন। এ ছাড়া ১৫ই এপ্রিল কবি নজরুল সরকারি কলেজে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ভিডিও করায় দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের বিপ্লব শেখ এবং সোনালী নিউজের ওবায়দুল হককে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায়, ছাত্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক সংঘাত কাভার করাই ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আক্রমণকারীরা কেবল সংবাদ সংগ্রহে বাধা দেননি, বরং পদ্ধতিগতভাবে প্রমাণ ধ্বংস করেছেন, মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ফুটেজ মুছে ফেলা এই প্যাটার্নে বারবার উঠে এসেছে, যা প্রমাণ করে আক্রমণগুলো জবাবদিহিতা এড়ানোর সচেতন প্রচেষ্টা।

আঞ্চলিক সাংবাদিকতা ও জেলাভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ

জাতীয় গণমাধ্যমের কেন্দ্রীয় সুরক্ষার বাইরে থাকা মফস্বল ও আঞ্চলিক সাংবাদিকরা পর্যালোচিত ৬ মাসে অনেক সময় প্রাণনাশের ঝুঁকিতেও কাজ করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন, অপরাধ সিন্ডিকেট এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় ক্যাডারদের মধ্যে গড়ে ওঠা ত্রিমুখী আক্রমণের প্রথম শিকার হয়েছেন তৃণমূলের সাংবাদিকেরা।

আঞ্চলিক ঝুঁকি সৃষ্টিতে মূলত চারটি শক্তিশালী চক্র ক্রিয়াশীল ছিল:

প্রথমত, **অবৈধ ড্রেজিং ও বালুমহাল চক্র:** ফেনীর ছাগলনাইয়ায় ফেনী নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অনুসন্ধানী রিপোর্ট করায় মোহনা টিভির প্রতিনিধি এম. নিজাম উদ্দিন মজুমদারকে ইট ও কাঠের রড দিয়ে পিটিয়ে, গুলি করার হুমকি দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। একইভাবে কক্সবাজারের চকোরিয়া এবং নাটোরে বালুমহালের ছবি তোলায় একাধিক স্থানীয় সাংবাদিক রক্তাক্ত হন।

দ্বিতীয়ত, **অবৈধ তেল ও চোরাচালান সিন্ডিকেট:** ফরিদপুরের সাদরপুরে পদ্মা নদীর জ্বালানি তেল চোরাচালান কাভার করায় তেলের ডিলার ও তার ক্যাডাররা সাংবাদিকদের প্রথমে ফিল্ডে, দ্বিতীয় দফায় সাদরপুর থানার ভেতরের প্রাঙ্গণে এবং তৃতীয় দফায় থানার গেটের সামনে—পর পর তিনবার শারীরিক হামলা চালায়। কুমিল্লায় ভারত থেকে আনা চোরাচালান পণ্যের ছবি তোলায় কালের কন্ঠের সাংবাদিকদের ওপর রেলস্টেশনে হামলা চালিয়ে মালামাল লুট করা হয়।

তৃতীয়ত, **আমলাতল ও মোবাইল কোর্টের অনিয়ম:** কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে এসি ল্যান্ড প্রতীক দত্তর অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট করায় সাংবাদিক আল জামশেদকে ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্সের অজুহাতে মোবাইল কোর্টে আটক করে হয়রানি করা হয়। কুমিল্লা চান্দিনায় এসি ল্যান্ড ফয়সাল আল নূর জমি অফিসে ভিডিও করায় দুই সাংবাদিককে হাতকড়া পরিয়ে থানায় পাঠান।

চতুর্থত, **রাজনৈতিক চাঁদাবাজি ও অবৈধ বুট ব্যবসা:** গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে পোশাক কারখানার বুট ব্যবসা দখলের অস্ত্রধারী মহড়া ধারণ করতে গিয়ে প্রতিদিনের কাগজের শরিফ ওমর তুতুল মাথায় ১৭টি সেলাই নিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। লালমনিরহাটে ৭৫,০০০ টাকা চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় দৈনিক দাবানল প্রতিনিধিকে গলায় পাড়া দিয়ে স্বাসরোধে হত্যার চেষ্টা চালায় স্থানীয় বিএনপি নেতা।

জেলাভিত্তিক আক্রমণ ও ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা

নিচে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ১৭ই আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪৭টি আক্রান্ত জেলায় সাংবাদিকদের নিগ্রহ ও আক্রান্ত হওয়ার তালিকা দেওয়া হলো-

জেলা	আক্রান্ত সাংবাদিকের সংখ্যা	প্রধান ঘটনার প্রকৃতি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ঢাকা (Dhaka)	১৪০	বাংলাদেশ প্রতিদিনের গণছাঁটাই (২২), সচিবালয়ে হামলা, শাহবাগে ডুজা সভাপতিসহ ৯ জন রক্তাক্ত, কারওয়ান বাজারে অপহরণ ও ১ ঘণ্টা নির্যাতন, প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক নিষিদ্ধ।
চট্টগ্রাম (Chattogram)	২৩	বাকলিয়ায় লাইভে পুলিশের শটগানের গুলিতে ২ সাংবাদিকের পা ও আঙুল ঝাঁজরা, বার নির্বাচনে বিএনপির আইনজীবীদের হামলা, চবি ও সিটি কলেজে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ।
কক্সবাজার (Cox's Bazar)	১১	রামুতে পাহাড় কাটা সিঙ্কিট কর্তৃক ৪ সাংবাদিক কয়েক ঘণ্টা জিম্মি ও ফোন ভাঙচুর, চকোরিয়ায় বালুমহালে ৩ সাংবাদিককে কুপিয়ে জখম, টেকনাফে ইয়াবা ডনের মামলা, ডিজিএফআই অফিসে আক্রমণ।
খুলনা (Khulna)	৯	চায়ের দোকানে বসে থাকা ৬ সাংবাদিকের ওপর মোটরসাইকেল আরোহী সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ, Khulna Press Club-এ ঢুকে প্রার্থীদের ওপর হামলা।
গাজীপুর (Gazipur)	৮	ঝুট ব্যবসা কভারেজে মাথায় ১৭ সেলাই, কাশিমপুরে সশস্ত্র হামলায় ক্যামেরা লুট, ডিবির পরিচয়ে ট্রাফিক বক্সে ঢুকে পেটানো (২ বার), শ্রীপুরে সাংবাদিকের বাসায় ঢুকে স্ত্রীকে কামড়ে জখম।
ভোলা (Bhola)	৭	চরফ্যাশন প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ৭ জন শীর্ষ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলা।
ফরিদপুর (Faridpur)	৭	ভাঙায় কালবেলা প্রতিনিধিকে রামদা দিয়ে কোপানো, সাদরপুর থানার ভেতরে ও বাইরে ৩ বার হামলা,

		তেলের অনিয়মে পেটে কাঁচি দিয়ে
রাজশাহী (Rajshahi)	৬	চারঘাটে হাত কেটে ফেলার হুমকি দিয়ে বিএনপি নেতাদের মারধর, গোদাগাড়ীতে মামলার হুমকি, রাকসু ভিপির একপেশে খবর প্রকাশের হুমকি।
মুলীগঞ্জ (Munshiganj)	৫	সিরাজদিখানে লালন সেন্টারের জমি নিয়ে প্রথম আলো আলোকচিত্রীকে কোপানো, সিভিল সার্জন অফিসের স্টেনোটাইপিস্টের মামলা, হুণ্ডি ব্যবসায়ীর মামলায় ২২ দিন আত্মগোপন।
কিশোরগঞ্জ (Kishoreganj)	৫	পাগলা মসজিদের নিলাম কাভারকালে হামলা (২), বাজিতপুরে এসি ল্যান্ডের মোবাইল কোর্টে হয়রানি, অস্টগ্রাম ভূমি অফিসে তথ্য সংগ্রহে বাধা।
কুমিল্লা (Comilla)	৫	চান্দিনায় এসি ল্যান্ড কর্তৃক সাংবাদিকদের হাতকড়া পরিয়ে থানায় আটক (২), ব্রাহ্মণপাড়ায় চোরাচালানের ভিডিও করায় হামলা (২), মুরাদগরে ১,০০০ কোটি টাকার মানহানি মামলায় গ্রেপ্তার।
পটুয়াখালী (Patuakhali)	৪	কুয়াকাটায় দেশ রূপান্তর প্রতিনিধিকে ওয়ার্ড ছাত্রদল সভাপতি কর্তৃক হাতুড়ি পেটা, পটুয়াখালী হাসপাতালে হিসাবরক্ষক কর্তৃক জিম্মি ও চাকুর আঘাত (২), মির্জাগঞ্জে প্রাণনাশের হুমকি।
সিরাজগঞ্জ (Sirajganj)	৪	রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার, প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদকের পরিবারকে হত্যা ও পা কেটে ফেলার হুমকি (আমরণ অনশন), শাহজাদপুরে অনিয়মে বাধা, রায়গঞ্জে হুইল চেয়ার কভারেজে হুমকি।
ঝিনাইদহ (Jhenaidah)	৪	শৈলকুপায় গভীর রাতে ডেকে নিয়ে হত্যা মামলায় না থাকা সত্ত্বেও চালান, কালীগঞ্জ থানার সামনে ২ টিভি

		সাংবাদিককে মারধর, অভয়নগরে বোমা হামলা।
যশোর (Jashore)	৪	বেনাপোলে রড দিয়ে পেটাই, ঝিকরগাছায় 'আলাল বাহিনির' ইটের আঘাত, শার্শায় নামে মিল থাকায় গ্রেপ্তার, দরটানায় ভিডিও মোছার হুমকি।
সাতক্ষীরা (Satkhira)	৪	শ্যামনগর প্রেস ক্লাবে ঢুকে সভাপতি সামিউল মনিকে পিটিয়ে বাইরে হিঁচড়ে আনা (যুবদল), তালায় মারধর, মানববন্ধনে সাংবাদিকদের ওপর হুমকি।
নাটোর (Natore)	৩	লালপুরে ইউএনও অফিস ঘেরাও কাভারকালে এনটিভি ও মানবজমিনের ফোন ছিনতাই ও মারধর, তেলের পাম্পে ভিডিও তোলায় মারধর।
নারায়ণগঞ্জ (Narayanganj)	৩	রূপগঞ্জে মাদক সংবাদের তথ্য সংগ্রহকালে অমানুষিক মারধর, রূপগঞ্জে ডিজিটাল এডিটরকে বন্দুকের মুখে পরিবার সহ হত্যার হুমকি।
কুড়িগ্রাম (Kurigram)	৩	উলিপুরে ঘটনা কাভারকালে স্টার নিউজের প্রতিনিধিকে টেনে হিঁচড়ে এনে প্রহার, ভুরুঙ্গামারীতে জমি দখলের রড দিয়ে পিটিয়ে ভাইসহ পরিবার হত্যার হুমকি।
মানিকগঞ্জ (Manikganj)	৩	দুর্নীতি অনুসন্ধানে মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও ক্যামেরা লুট (২), মানিকগঞ্জ আদালতে আইনজীবীদের হামলা।
শরীয়তপুর (Shariatpur)	৩	গোসাইরহাটে মোটরসাইকেল থামিয়ে রক্তাক্ত মারধর, ভাদেরগঞ্জে তেলের ড্রাম কাভারকালে সাংবাদিকদের পেটাই (২)।
হবিগঞ্জ (Habiganj)	৩	প্রথম আলোর সম্পাদক ও ২ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে এনজিও কর্মকর্তা

		কর্তৃক ১০০ কোটি টাকার আদায়ন
ব্রাহ্মণবাড়িয়া (Brahmanbaria)	৩	নবীনগর ভূমি অফিসে ঘুমের প্রশ্ন করায় ৩ সাংবাদিককে ১ ঘণ্টা তালাবদ্ধ করে রাখা।
বরিশাল (Barishal)	৩	বাকেরগঞ্জে ১২ ঘণ্টা অপহৃত রেখে নির্যাতন ও থানায় চালান, আইগেলঝাড়ায় থানার ভাঙচুর মামলায় প্রেস ক্লাব সম্পাদকসহ ২ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিককে ফাঁসানো।
নোয়াখালী (Noakhali)	২	বেগমেগঞ্জে মাদকের রিপোর্ট করায় এডিটর ও রিপোর্টারকে 'খেলা হবে' হুমকি ও ভুয়া ফেসবুক পেজ থেকে অপপ্রচার।
রংপুর (Rangpur)	২	পীরগাছায় দাখিল পরীক্ষার জালিয়াতি কাভার করায় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মারধর, এটিএন নিউজের প্রতিনিধিকে ৬ মিনিটের হুমকি।
মাদারীপুর (Madaripur)	২	ডাসারে কালবেলা ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধিকে ছাত্রদল আত্মায়ক কর্তৃক বাঁধার হুমকি।
বাগেরহাট (Bagerhat)	২	মোংলা বন্দরে ইয়াবা কার্টেলের মেসেনজার থ্রেট, কচুয়ায় বিএনপি সভাপতি কর্তৃক কল রেকর্ডে ড্রাগ ট্যাগিং।
কুষ্টিয়া (Kushtia)	২	মোস্তফাপুর গলিতে দেওয়াল অনিয়ম কাভার করতে গিয়ে ১ লাখ ৮৪ হাজার টাকার ক্যামেরা ও ফোন লুট, কুপিয়ে জখম।
বগুড়া (Bogura)	২	প্রতিমন্ত্রীর খবর প্রকাশের অপরাধে দৈনিক উত্তরকোণের ডিক্লারেশন বাতিলের আবেদন, অন্য দৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গ্রেপ্তার।
চাঁদপুর (Chandpur)	২	হাজিগঞ্জে অবৈধ হোটেলের রিপোর্ট করায় প্রেস ক্লাব থেকে তুলে নিয়ে হোটেলে পিটিয়ে জখম, পৌরসভায় আরটিআই করায় হামলা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ (Chapainawabganj)	২	বাতেন খাঁ মোড়ে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী দ্বারা ৩০ মিনিট ধরে পিটিয়ে হাত কাঁচ দিয়ে কাটা (২)।
লালমনিরহাট (Lalmonirhat)	১	রেলওয়ে মুক্তমঞ্চে ৭৫,০০০ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় বিএনপি নেতা কর্তৃক গলায় পাড়া দিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা।
রাজবাড়ী (Rajbari)	১	পাংশায় অটোরিকশা চালকদের সংঘর্ষের ফুটেজ তোলায় সাংবাদিককে তাড়া করে পিটিয়ে ভিডিও ডিলিট।
টাঙ্গাইল (Tangail)	১	ভুয়াপুরে চাল চুরির খবর করায় ইউপি প্যানেল চেয়ারম্যান কর্তৃক মামলা।
রাঙ্গামাটি (Rangamati)	১	ডিবি পুলিশ সেজে আরইউজে সাধারণ সম্পাদক সৈকত রঞ্জন চৌধুরীকে তুলে নিয়ে অজানা আটক।
ফেনী (Feni)	১	নদী থেকে বালু উত্তোলনের ছবি তোলায় মোহনা টিভির সাংবাদিককে পিটিয়ে নদীতে নিক্ষেপ।
গাইবান্ধা (Gaibandha)	১	তেলের পাম্পের অনিয়মে এসি ল্যান্ডের বাধা, প্রেস ক্লাবের সদস্য না হলে সাংবাদিক নয় বলে মন্তব্য।
মাগুরা (Magura)	১	শ্রীপুরে তেলের পাম্প কর্মরত পুলিশের সদস্য কর্তৃক সাংবাদিককে ধাক্কা দিয়ে ফোন ছিনতাই।
গোপালগঞ্জ (Gopalganj)	১	কোটালীপাড়ায় এলজিইডির ৭৪ লাখ টাকার রাস্তার নিম্নমানের কাজের খবরে ঠিকাদারের চাঁদাবাজির মামলা।
জয়পুরহাট (Joypurhat)	১	ক্ষেতলাল ইউএনও অফিসে ঢুকে বিএনপি সম্পাদক কর্তৃক কালবেলা প্রতিনিধিকে প্রহার।
নরসিংদী (Narsingdi)	১	মনোহরদীতে রাস্তার অনিয়মের ফেসবুক পোস্ট দেখে যুবদল নেতা কর্তৃক সাংবাদিককে মারধর।
খাগড়াছড়ি (Khagrachhari)	১	শাপলা চত্বর থেকে বিএসএস ও সময়

		টিভির জেলা প্রতিনিধি জীতেন বড়ুয়াকে ৫টি মামলায় গ্রেপ্তার।
নওগাঁ (Naogaon)	১	পরিবার পরিকল্পনা অফিসে ২ বছর স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধের প্রশ্ন করায় যমুনা টিভির সিনিয়র রিপোর্টারকে মামলার হুমকি।
লক্ষ্মীপুর (Lakshmipur)	১	পাস্পের অনিয়মে সময় টিভির ক্যামেরাম্যানকে পিটিয়ে ক্যামেরা ও মাইক বুম চুরমার।
নির্দিষ্ট স্থানহীন (Unspecified)	১	এনটিভি অনলাইনে ইউপি অফিসে বালুমহালের খবর করায় বিএনপি সহ-সভাপতি কর্তৃক জামাকাপড় ছিঁড়ে মাথায় আঘাত।
সর্বমোট	৩০২	৪৭টি জেলা ও অঞ্চলে বিস্তৃত ১৮০ দিনের সামগ্রিক উপাত্ত

পরিসংখ্যানগত ও গুণগত বিশ্লেষণে শীর্ষ ১০ দিনে সাংবাদিকদের ওপর হামলার তালিকা

সংঘটিত ঘটনার ভয়াবহতা, আক্রান্তের ব্যাপ্তি, কৌশলগত প্রভাব এবং সংবাদের গুণগত কাঠামোর ওপর আঘাত বিবেচনা করে ট্র্যাকার উপাত্ত থেকে শীর্ষ ১০টি দিন সংকলিত হলো।

ক্রম	তারিখ (Date)	আক্রান্তের সংখ্যা	প্রধান জেলা	সংক্ষেপিক গুণগত ও ভয়াবহতার বিবরণ
১	০৩ আগস্ট ২০২৬	২২ জন	ঢাকা	বাংলাদেশ প্রতিদিনে এক দিনে ২২ কর্মী ছাঁটাই: সম্পাদক লোটন একরাম দায়িত্ব নেওয়ার পর এক তরফা আদেশে রিপোর্টিং ও বিপণন বিভাগের ২২ কর্মীকে কোনো পূর্বনোটিশ ছাড়া চাকরিচ্যুত করে প্রাতিষ্ঠানিক আতঙ্ক ছড়ান।
২	২৩ এপ্রিল ২০২৬	১১ জন	ঢাকা	শাহবাগে ডুজা সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ ৯ সাংবাদিকের ওপর ছাত্রদলের হামলা: শাহবাগ থানার সামনে ছাত্রদল-শিবির সংঘাতের কাভার করার সময় ডুজার সভাপতি মঞ্জুর হোসেন মাহী ও সাধারণ সম্পাদক লিটন ইসলামসহ ৯ ক্যাম্পাস প্রতিনিধিকে রড দিয়ে পেটায় ছাত্রদল।
৩	০৫ মার্চ ২০২৬	১৪ জন	ঢাকা, চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	জবি প্রেস ক্লাবে ছাত্রদলের হামলা (১০ আহত), চবি ও পাগলা মসজিদে হামলায় একযোগে ১৪ আক্রান্ত: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাব অফিসে ঢুকে ১০০ ছাত্রদল কর্মী

				১০ সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। একই দিনে চবিতে ভিডিও ডিলিট ও পাগলা মসজিদে হামলা হয়।
৪	১৫ জুলাই ২০২৬	১০ জন	খুলনা, ঢাকা	খুলনায় ৬ সাংবাদিকের ওপর মোটরসাইকেল থেকে গুলিবর্ষণ ও সচিবালয়ে ৪ সাংবাদিক লাঞ্চিত: খুলনায় চায়ের দোকানে বসে থাকা ৬ সিনিয়র সাংবাদিককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করা হয়। ঢাকায় সচিবালয়ে আন্দোলনরত এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা সাংবাদিকদের লাঞ্চিত করে।
৫	১৫ এপ্রিল ২০২৬	১৫ জন	ঢাকা	ডেইলি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ গার্ডিয়ানের ১২ কর্মী ছাঁটাই ও অফিস বন্ধ, কবি নজরুলে রড দিয়ে হামলা: জোড়া অনলাইন পোর্টালের ১২ কর্মী ছাঁটাই করে প্রতিষ্ঠান বন্ধের নোটিশ জারি। কবি নজরুল কলেজে ২ সাংবাদিককে রড দিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়।
৬	২১ মে ২০২৬	৪ জন	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রামে লাইভে পুলিশের গুলিতে ২ সাংবাদিক গুরুতর আহত ও বার নির্বাচনে

				আইনজীবীদের প্রহার: বাকলিয়ায় সংঘাতের লাইভ করার সময় পুলিশের ছররা গুলিতে চট্টগ্রাম প্রতিদিনের ২ সাংবাদিকের আঙুল ও পা ক্ষতবিক্ষত হয় ^১ । বার নির্বাচনে ৪ আইনজীবী সাংবাদিক পিটিয়ে বের করে দেয় ^১ ।
৭	২৫ জুলাই ২০২৬	২ জন	পটুয়াখালী, রাজবাড়ী	কুয়াকাটায় দেশ রূপান্তর প্রতিনিধিকে হাতুড়ি পেটা ও রাজবাড়ীতে সাংবাদিকদের পিটুনি: কুয়াকাটায় ওয়ার্ড ছাত্রদল সভাপতি ও যুবদল সম্পাদকের হাতুড়ি পেটায় কে এম বাকুর মাতার খুলি ও পা চুরমার হয়। রাজবাড়ীতে অটোরিকশা চালকরা মারধর করে ফুটেজ ডিলিট করে।
৮	২৭ এপ্রিল ২০২৬	৩ জন	ঢাকা	কারওয়ান বাজারে স্টার নিউজের টিমকে অপহরণ করে ১ ঘণ্টা নির্যাতন ও সাভারে অপহরণ চেষ্টা: কারওয়ান বাজার মসজিদ মার্কেটে চাঁদা আদায়ের খবর তোলায় Star News-এর টিমকে ১ ঘণ্টা আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়। সাভারে দেশ

				টিভির প্রতিনিধিকে অপহরণের চেষ্টা হয়।
৯	১১ জুলাই ২০২৬	২ জন	ফেনী, গোপালগঞ্জ	ফেনীতে সাংবাদিককে পিটিয়ে নদীতে নিষ্ক্ষেপ ও গোপালগঞ্জে দুর্নীতি কভারেজে মিথ্যা মামলা: ফেনীর ছাগলনাইয়ায় মোহনা টিভির নিজাম উদ্দিনকে হাতুড়ি-রড দিয়ে পিটিয়ে নদী পার করে ফেলে দেওয়া হয়। গোপালগঞ্জে রাস্তার দুর্নীতি কাভার করায় আমার দেশ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়।
১০	০৮ জুন ২০২৬	১ জন	বরিশাল	বরিশালে আমার দেশ প্রতিনিধি লিমনকে ১২ ঘণ্টা অপহৃত রেখে নির্যাতন ও মামলায় জেলহাজত: বাকেরগঞ্জে সাংবাদিক লিমনকে রাতে চা খাওয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে ১২ ঘণ্টা ঘরে আটকে শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় এবং পরদিন পুলিশ এনে মিথ্যা মামলায় জখম অবস্থায় জেলে পাঠানো হয়।

দেশে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটলেই মাঠপর্যায়ে অবৈধ অর্থনৈতিক বাজার দখলের যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, মুক্ত সাংবাদিকতা তার প্রথম বলির পাঠায় পরিণত হয়। ১৮০ দিনের তথ্য প্রমাণ করে যে, ক্ষমতাসীন দল ও তার অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রগুলোকে অপরাধের মাধ্যমে রুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছে। এছাড়া, রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাংশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাংবাদিকদের স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান বাধা দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে ভিকটিম সাংবাদিককেই থানায় দায়ের করা অজ্ঞাতনামা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে অথবা মোবাইল কোর্টের অপব্যবহার করে হয়রানি করা হয়েছে। একদিকে রাজনৈতিক আক্রমণ, অন্যদিকে কর্পোরেট মালিকপক্ষের হঠাৎ ছাঁটাই ও মিডিয়া বন্ধের নোটিশ, এই জোড়া সংকটে বাংলাদেশের পেশাদার সাংবাদিকতায় সেন্সরশিপ এবং 'সেলফ-সেন্সরশিপ'-এর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ মিডিয়া মনিটর 'সেফটি ট্র্যাকার' এর নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৬ সালের সকল মাসেই দেশজুড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক আক্রমণ, আইনি হয়রানি এবং অন্যান্য সহিংস ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনটি একটি বস্তুনিষ্ঠ দলিল হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট, কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৩ তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরেও দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে, যা গণতান্ত্রিক পদযাত্রার অন্তরায়।